প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

৮ লেন বিশিষ্ট টঙ্গী সেতু

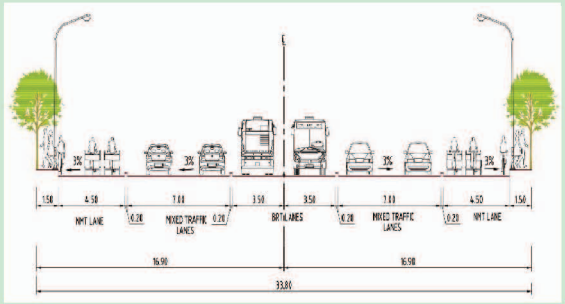

বিআরটি (রোড ক্রসসেকশন)

বিআরটি (রোড ক্রসসেকশন)

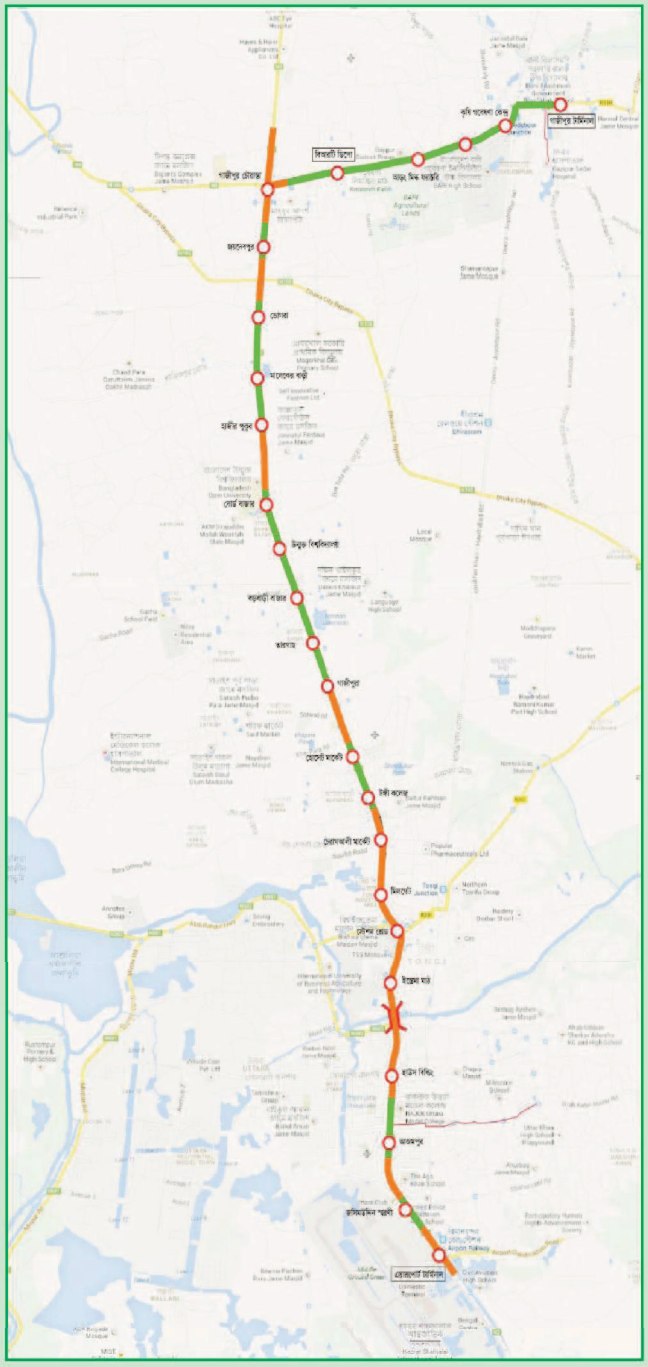

ADB

বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি)

গাজীপুর-এয়ারপোর্ট

বাংলাদেশের প্রথম বিআরটি

নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

প্রকল্পের পটভূমি

গাজীপুর মহানগরী এলাকার জনগণের ঢাকা মহানগরীতে যাতায়াত সহজ ও নিরাপদ করার নিমিত্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনায় বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) গাজীপুর-এয়ারপোর্ট প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর হতে হযরত শাহজালাল (রঃ) আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানের উভয়পাশের একটি করে লেন শুধুমাত্র বিআরটি বাস চলাচলের জন্য নির্মাণ করা হবে। সংরক্ষিত লেনে নির্দিষ্ট সময় পরপর অধিক যাত্রীধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আর্টিকুলেটেড বাস চলাচল করবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে ই-টিকেটিং ব্যবস্থা এবং বাস স্টেশনে স্বয়ংক্রিয় টিকেট কাউন্টার ও বাস আগমনের আগাম তথ্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। এ বিআরটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এটাই হবে গাজীপুর মহানগরী ও ঢাকা মহানগরীর মধ্যে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ও পরিবেশবান্ধব প্রথম বাসভিত্তিক আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় প্রতি ঘন্টায় উভয় দিকে ২৫ হাজার যাত্রী পরিবহন করা যাবে।

বিআরটি:গাজীপুর-এয়ারপোর্ট নির্মাণ কাজ ৪টি প্যাকেজের আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্যাকেজ-১ এর দরপত্রের মূল্যায়ন চলছে। প্যাকেজ-২ ও ৩ এর দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্যাকেজ-৪ এর আওতায় ডিপো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম

- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক ২০১০ সালে গাজীপুর হতে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত বিআরটি চালুর প্রাথমিক সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়।
- জুলাই, ২০১৩ মাসে ডিজাইন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়।
- জুলাই, ২০১৩ মাসে ঢাকা বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড গঠন করা হয়।
- সেপ্টেম্বর, ২০১৩ মাসে বিটিসিএল এর সহিত ডিপো নির্মাণের জন্য ০৫ একর জমির ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- ৩১ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
- এপ্রিল, ২০১৪ মাসে মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ সম্পন্ন হয়।
- ডিসেম্বর, ২০১৪ মাসে প্রাথমিক নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়।
- সেপ্টেম্বর, ২০১৫ মাসে চূড়ান্ত নকশা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়।
- ৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৬ তারিখ ডিপো নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

অধিক ধারন ক্ষমতাসম্পন্ন আর্টিকুলেটেড বাস

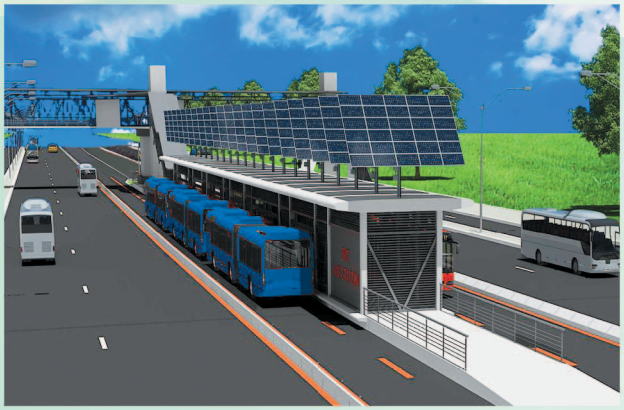

ডেডিকেটেড বাস লেইন

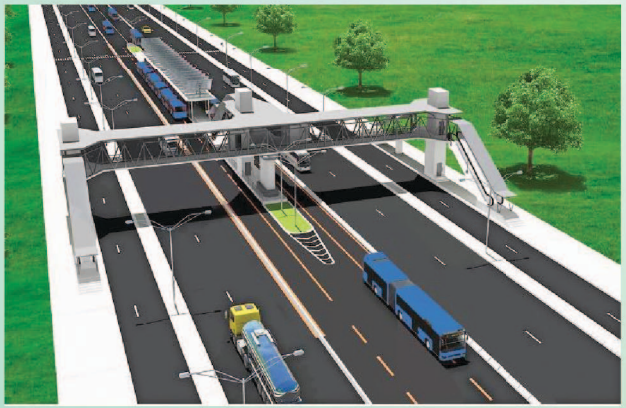

সহজে প্রবেশযোগ্য সুপরিসর স্টেশন

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রকল্পের নাম	:	গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট)
বিভাগ মন্ত্রণালয়	:	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নে	:	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
বাস্তবায়নকাল	:	ডিসেম্বর ২০১২ - ডিসেম্বর ২০১৮
প্রকল্প ব্যয়	:	২০৩৯.৮৫ কোটি টাকা জিওবি : ৩৮৯.১৫ কোটি টাকা প্রকল্প সহায়তা : ১৬৫০.৭০ কোটি টাকা
অর্থায়নে	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) ফরাসী উন্নয়ন সংস্থা (AFD) গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (GEF)
সড়কের দৈর্ঘ্য	:	২০.৫০ কিলোমিটার At Grade : ১৬ কিলোমিটার Elevated : ৪.৫০ কিলোমিটার
স্টেশন	:	২৫টি
টার্মিনাল	:	২টি (গাজীপুর ও এয়ারপোর্ট)
ফ্লাইওভার	:	৬টি (এয়ারপোর্ট, জসিমউদ্দিন রোড, কুনিয়া, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ভোগড়া ও জয়দেবপুর চৌরাস্তা)
সেতু নির্মাণ	:	১টি (৮ লেন বিশিষ্ট টঙ্গী সেতু)
কাঁচাবাজার উন্নয়ন	:	৮টি
সংযোগ সড়ক উন্নয়ন	:	১১৩টি (দৈর্ঘ্য ৫৬ কিলোমিটার)
ফুটপাত উন্নয়ন	:	২০.৫০ কিলোমিটার
বাস ডিপো নির্মাণ	:	১টি (গাজীপুর)
যাতায়াত সময়	:	৫০ মিনিট (গাজীপুর থেকে এয়ারপোর্ট)
বাসের ফ্রিকোয়েন্সি	:	২ থেকে ৫ মিনিট